CC 13

চিত্তবৃত্তি: 'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ 'যুক্ত হওয়া'। পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। যোগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন, '<u>যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ</u>' অর্থাৎ 'যোগ' হচ্ছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। কাজেই পতঞ্জলি সম্মত 'যোগ' এর অর্থ জানতে হলে প্রথমে চিত্ত ও তার বৃত্তি সম্বন্ধে জানতে হবে,—

যোগশাস্ত্রমতে চিত্তবৃত্তি পাঁচপ্রকার — "<u>প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ</u>"।

১. প্রমাণ: যোগদর্শনে তিনটি প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্যবস্তুর সংযোগজনিত চিত্তের যে বৃত্তি তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান বা প্রত্যক্ষবৃত্তি। দৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে অদৃষ্ট বস্তুর যে জ্ঞান বা বৃত্তি তা অনুমান বৃত্তি। আপ্তবাক্য অর্থাৎ যথার্থবক্তার বাক্য শুনে শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাই হল আগমবৃত্তি বা শব্দজ্ঞান।

2. বিপর্যয়: 'বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম' — বিপর্যয় হচ্ছে ভ্রান্তজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের অভাব নয়। চিত্তবৃত্তি বিষয়ের অনুরূপ না হয়ে যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে তা ভ্রান্তজ্ঞান বা বিপর্যয়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হচ্ছে ভ্রান্ত জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। রজ্জুর ক্ষেত্রে চিত্ত রজ্জুর আকার গ্রহণ না করে সর্পের আকার গ্রহণ করে বলে 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' — মিথ্যাজ্ঞান। সংশয় বিপর্যয়ের অন্তর্গত,

৩. বিকল্প: যোগসূত্রে বলা হয়েছে — 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ', যে জ্ঞান কেবল শব্দাশ্রয়ী, যেখানে শব্দের অর্থ অনুসারে কোন বস্তু থাকে না, চিত্তের সেই বৃত্তি বা জ্ঞানকে বিকল্প বলে। যেমন 'আকাশকুসুম', 'শশশৃঙ্গ',

৪. নিদ্রা: 'অভাব - প্রত্যয় - আলম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা' — অর্থাৎ নিদ্রা বললে জ্ঞানের অভাব - বিষয় বা বৃত্তি বা জ্ঞান হয় বলে নিদ্রাও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি

৫. স্মৃতি: স্মৃতিও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি। 'অনুভূত বিষয় অসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ'। অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কারজনিত বৃত্তি বা জ্ঞানই স্মৃতি, এও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি